যুগান্তর

তারিখ ০৮ NOV 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

# বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের হাতাহাতি

## স্তম্ভিত জাতি

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ কোন্ মহৎ উদ্দেশ্যে নিজেদের পেশাগত সম্মানের প্রতি অবিচার করছেন, তা এখন এক বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দলীয় রাজনীতি করতে পারেন কিনা, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু রাজনীতির নামে ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্বের মতো তারা নিজেরা প্রকাশ্যে মারামারি করবেন, এ প্রশ্নে অকাট মূর্খরাও বুঝি একবাক্যে বলবে— এটা হতে পারে না। অথচ বাস্তবে তা-ই ঘটে চলেছে। অকল্পনীয় হাতাহাতির মধ্য দিয়ে পণ্ড হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগ ও বাম ঘরানা সমর্থিত নীল দলের সাধারণ সভা। বৃহস্পতিবার রাতে টিএসসিতে অনুষ্ঠানরত সভায় এক শিক্ষকের বক্তব্যের মাঝখানে অন্য এক শিক্ষকের তির্যক মন্তব্যের প্রেক্ষাপটে শুরু হয় হট্টগোল, অতঃপর হাতাহাতি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে কোনো ধরনের আলোচনা বা সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয় সভা। স্মরণ করা যেতে পারে, এ বছরেরই মে মাসে সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্ধারণে নীল দলের প্যানেল চূড়ান্ত করতে ডাকা হয়েছিল সভা এবং সেখানেও দফায় দফায় হট্টগোল হয়েছিল।

বৃহস্পতিবারের ঘটনায় নীল দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক আবদুল আজিজ বলেছেন, তিনি স্তম্ভিত; এ ধরনের ঘটনা তিনি জীবনে কোথাও দেখেননি। আমরা বলব, শুধু কি তিনিই স্তম্ভিত? বস্তুত পুরো জাতিই এ ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যে নানা বর্ণে বিভক্ত হয়ে দলীয় রাজনীতি করছেন, সেটা অশোভন শুধু নয়, তাদের পেশার মহত্ত্বের সঙ্গে তা মানায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রাজনৈতিক মনস্কতা থাকতেই পারে, তা থাকা উচিতও; কিন্তু দলীয় রাজনীতির অ্যাক্টিভিস্ট হওয়া কোনোভাবেই সাজে না তাদের। তাতে তাদের আসল যে কাজ, ছাত্রসমাজকে সুশিক্ষিত করে তোলা, তা ব্যাহত হয়। তারপরও আমরা তাদের বর্ণবিভক্ত রাজনীতি মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের হাতাহাতি করার দৃশ্য কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ আচরণ শুধু ভদ্রতাপরিপন্থী নয়, এটা অযোগ্যতারও লক্ষণ। পৃথিবীর কোনো দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এভাবে গুণ্ডা-পাণ্ডার মতো আচরণ করেন না। আমরা হাতাহাতিতে অংশ নেয়া শিক্ষকদের ধিক জানাই। আমরা এই ভেবেও শঙ্কিত যে, সমাজের মাথায় পচন ধরে গেছে, এ পচন প্রক্রিয়া রোধ করতে হবে অবশ্যই। তা না হলে সমাজের গোটা শরীরেই পচন ধরবে।